সংবাদ

046

তারিখ ... 18-9-85 ... কলাম ... 3 ...

সংগ্রাম জোরদার করার শপথ নিয়ে 'শিক্ষা দিবস' পালিত

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে নিহত ১৯৬২-এর শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বর্তমান শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে আরো শাণিত করার শপথ নিয়ে ছাত্ররা গতকাল সোমবার মহান শিক্ষা দিবস পালন করেছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালনের জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এ উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশ ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল সাড়ে এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তৃতাকালে ডাকসু সহ-সভাপতি আখতারুজ্জামান বলেন, '৬২-র শহীদদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল সেই যুক্তিসঙ্গত সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আজ আবার নতুন করে সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তা অবশ্যই আদায় করে নেয়া হবে। দেশের বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সারাদেশ যখন বন্যায় ভাসছে তখন ত্রাণ তহবিলের টাকা দিয়ে সরকার সমর্থক জনদলের সাংগঠনিক কাজ চলছে। এছাড়া ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট এবং

(শেষ পৃঃ ...র কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা দিবস

(১ম পাতার পর)

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য জনদল ও 'নতুন বাংলা' নামধারীদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে।

বক্তৃতাশেষে, তিনি শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের লিখিত ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তার আগে শিক্ষার অধিকার আদায়ের জন্য '৬২ থেকে আজ পর্যন্ত যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। সমাবেশ পরিচালনা করেন জাতীয় ছাত্র লীগের সম্পাদক নুরুল ফজল বুলবুল। সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণাপত্রে পুনরায় দাবী করা হয় যে, বৈষম্যমূলক ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি বাতিল করে 'সবার জন্য শিক্ষা এবং শিক্ষাশেষে কাজের নিশ্চয়তা'—এই নীতির ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হোক এবং সেই সাথে শিক্ষার উপকরণসহ সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ব্যয়ভার কমানো হোক। এছাড়া সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের দমন করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, ছাত্র সমস্যা সমাধানে সৎ ও কার্যকর উদ্যোগ নেয়া, সামরিক শাসনের অবসান করে নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে লুটপাটের অর্থনীতি ও জনদলীয় অরাজকতার অবসানের জন্য ঘোষণাপত্রে দাবী জানানো হয়।

সমাবেশশেষে পরিষদ কর্মীদের একটি সুশৃঙ্খল র‍্যালী কার্জন হল, প্রেসক্লাব, মতিঝিল অফিসপাড়া, গুলিস্তান সিনেমা হল হয়ে বায়তুল মোকাররমে গিয়ে শেষ হয়।

দিনটি পালনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সকালে কলাভবন এলাকায় মিছিল, সমাবেশ এবং বিকেলে মধুর রেস্তোরায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আবুল কাশেম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বর্তমান শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অটল থাকার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করেন। সংগঠনের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার উদ্যোগেও এ উপলক্ষে কলেজ ক্যান্টিনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (সিরাজী), জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ (আজিজ) প্রমুখ ছাত্র সংগঠনও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদ সকালে কলেজ প্রাঙ্গণে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে দিনটি পালন করে।